শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

২য় পরিষদের ২২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ০৬ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ।। ২০ জুন ২০২৩
সময় : সকাল ১১.৩০ ঘটিকায়
স্থান : হল রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

১.১ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন ৪৯নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ আনিছুর রহমান নাঈম। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।

১.২ সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা হয়:

আলোচ্যসূচি-১	:	**বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।**
আলোচনা	:	বিগত ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ২১তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ২১তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচি ৯ এর সিদ্ধান্ত সংশোধন করতঃ ডিএনসিসি মেয়র কাপ-২০২৩ পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: **ফুটবল, ক্রিকেট এবং ভলিবল খেলার সাধারণ শর্তাবলী:** ১.১ অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে প্রথম রাউন্ডে খেলার জন্য ১.৫০ (এক দশমিক পাঁচ শুন্য) লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি রাউন্ডে খেলার জন্য ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। ১.২ ফুটবল, ক্রিকেট ও ভলিবল খেলায় কোন দল যে রাউন্ডে অংশগ্রহণ করবে না উক্ত দলকে সে রাউন্ডের জন্য কোন টাকা প্রদান করা হবে না। ১.৩ কোন রাউন্ডে কোন দল tie (টাই) হয়ে পরবর্তী রাউন্ডে উন্নিত হলে উক্ত রাউন্ডের জন্য সে দলকে কোন টাকা প্রদান করা হবে না। **প্রাইজমানি:** **পুরুষ দল** ২.১ **ফুটবল:** ফুটবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলকে ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা, রানার আপ দলকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং ৩য় স্থান অধিকারী দলকে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। ২.২ **ক্রিকেট:** ক্রিকেট খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলকে ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা, রানার আপ দলকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। ২.৩ **ভলিবল:** ভলিবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, রানার আপ দলকে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা এবং ৩য় স্থান অধিকারী দলকে ২ (দুই) লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে।

		নারী দল ৩.১ **ক্রিকেট:** ক্রিকেট খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলকে ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা, রানার আপ দলকে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। ৩.২ **ভলিবল:** ভলিবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, রানার আপ দলকে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। আর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ২য় পরিষদের ২১তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	আলোচ্যসূচি-৯ এর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংশোধন করতঃ ২য় পরিষদের ২১তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**২য় পরিষদের ২১ তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।**
আলোচনা	:	বিগত ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ২১ তম কর্পোরেশন সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ২১ তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা এবং মশার প্রজাতি নির্ধারণের জন্য ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর।**
আলোচনা	:	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সফলতা অর্জনের জন্য গবেষণার দরকার রয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে মশক নিয়ন্ত্রণের গবেষণা করার জন্য একটি ল্যাব স্থাপন করা হবে। ল্যাবটিতে মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা এবং মশার প্রজাতি নির্ধারণের জন্য গবেষণা করা হবে। ল্যাবটি স্থাপনের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করতে হবে। উক্ত সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের অনুমোদনের প্রস্তাব কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করেন।
সিদ্ধান্ত		ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা এবং মশার প্রজাতি নির্ধারণের জন্য ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সভাপতি, মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়-সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২২" অনুযায়ী স্কীম/প্রকল্প গ্রহণের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, সরকার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে সিটি কর্পোরেশনের জন্য উন্নয়ন সহায়তা খাতের (কোড নং-২২১০০০০৮০০) আওতায় সাধারন বরাদ্দ খাতে মোট ৪১.৭২ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৭০.২২.০০৫.২২-১৮৫,

তারিখ: ০৯/০২/২০২৩খ্রি: এর পরিপত্রের ৬.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ/অর্থ বিভাজনের নিমিত্তে খাতওয়ারী নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত হারে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে সিটি কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত রেখে কোন অর্থবছরের খাতসমূহের এক বা একাধিক খাতে অর্থ বিভাজন কম/বেশি করা যাবে। সে প্রেক্ষিতে মাননীয় মেয়রের অনুমোদনক্রমে আলোচ্য বিষয়ে নিম্নলিখিতভাবে সাধারণ বরাদ্দে খাত ভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারিত হয়।

(কোটি টাকা)

ক্রম	খাত	পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হার	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শতকরা হার	বরাদ্দ
১	রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	৩০-৩৫%	৬১.১৫%	২৫.৫১
২	জনস্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২০-২৫%	১০.৫০%	৪.৩৮
৩	জলাবদ্ধতা নিরসন/দূরীকরণ	১৫-২০%	২০.৪৫%	৮.৫৩
৪	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	১০-১৫%	০%	০
৫	পানি ও স্যানিটেশন (পয়:নিষ্কাশন)	১০-১৫%	১.২৯%	০.৫৪
৬	শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৭-১৫%	৬.৬১%	২.৭৬
৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৩-৫%	০%	০
৮	বিবিধ	৫-৭%	০%	০
	সর্বমোট=		১০০%	৪১.৭২

তিনি, স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিপত্রের ৬.২ অনুচ্ছেদের আলোকে খাতভিত্তিক শতকরা হার এবং বরাদ্দ কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন।

সভাপতি বলেন, সরকার কর্তৃক কিছুদিন আগে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, খাত উল্লেখ করে যা ৩০ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে খরচ করতে হবে। বরাদ্দকৃত টাকা বিধি-বিধান মেনে খরচ করতে হয়। বরাদ্দকৃত টাকা স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করে বিভিন্ন খাতে সমন্বয় করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার নিমিত্ত সমন্বয়ের পরও টাকা সরকারকে ফেরত প্রদান করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়ার সাথে সাথে 'অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী' কমিটিকে অবগত করা হবে। কমিটি সভা করে বরাদ্দ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

সিদ্ধান্ত	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৭০.২২.০০৫.২২-১৮৫, তারিখ: ০৯/০২/২০২৩খ্রি: এর পরিপত্রের ৬.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ/অর্থ বিভাজনের নিমিত্তে খাতওয়ারী নিম্নলিখিতভাবে সাধারণ বরাদ্দে খাত ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদানের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(কোটি টাকা)

ক্রম	খাত	পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হার	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শতকরা হার	বরাদ্দ
১	রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	৩০-৩৫%	৬১.১৫%	২৫.৫১
২	জনস্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২০-২৫%	১০.৫০%	৪.৩৮
৩	জলাবদ্ধতা নিরসন/দূরীকরণ	১৫-২০%	২০.৪৫%	৮.৫৩
৪	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	১০-১৫%	০%	০
৫	পানি ও স্যানিটেশন (পয়:নিষ্কাশন)	১০-১৫%	১.২৯%	০.৫৪
৬	শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৭-১৫%	৬.৬১%	২.৭৬
৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৩-৫%	০%	০
৮	বিবিধ	৫-৭%	০%	০
	সর্বমোট=		১০০%	৪১.৭২

বাস্তবায়ন : প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫ **বনানী কবরস্থানে বিনামূল্যে স্থায়ীভাবে কবর সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।**

আলোচনা

সভাপতি বলেন, বনানী কবরস্থানে সমাহিত ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্য শহীদদের কবর অদ্যাবধি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বনানী কবরস্থানে সমাহিত বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহীদ সদস্যসহ অন্যান্য শহীদদের কবর বিনামূল্যে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

বনানী কবরস্থানে দাফনকৃত ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহীদ সদস্যসহ অন্যান্য শহীদরা হলেন:

ক্রম	মরহুম / মরহুমার নাম	ক্রম	মরহুম/ মরহুমার নাম
১.	বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব	১০.	বেগম আরজু মণি
২.	শেখ আবু নাসের	১১.	আব্দুর রব সেরনিয়াবাত
৩.	শেখ কামাল	১২.	বেবী সেরনিয়াবাত
৪.	বেগম সুলতানা কামাল	১৩.	আরিফ সেরনিয়াবাত
৫.	শেখ জামাল	১৪.	বাবু সেরনিয়াবাত
৬.	বেগম পারভীন জামাল	১৫.	শহিদ সেরনিয়াবাত
৭.	শেখ রাসেল	১৬.	লক্ষীর মা
৮.	আব্দুন নঈম খান রিন্টু	১৭.	পোটকা
৯.	শেখ ফজলুল হক মণি		

এছাড়াও তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর জাতীয় চার নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডের শিকার এই চার জাতীয় নেতার মধ্যে ৩ জন (১). শহীদ মরহুম তাজউদ্দীন আহমেদ (২). শহীদ মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও (৩). শহীদ মরহুম এম মুনসুর আলী'কে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। বনানী কবরস্থানে সমাহিত জাতীয় তিন নেতার কবর বিনামূল্যে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

জনাব মোঃ আফছার উদ্দিন খান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-১, বর্ণিত প্রস্তাবের জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রস্তাবটি পাস করতে পেরে আমরা সম্মানিত । যে পরিবারের মাধ্যমে এ দেশ পেয়েছি, তাদের কবর স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে পেরে গর্বিত বোধ করছেন মর্মে তিনি মন্তব্য করেন।

জনাব হাছিনা বারী চৌধুরী, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১ মহতী উদ্যোগের জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান। প্রস্তাবের সাথে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২২ বলেন, ২২তম কর্পোরেশন সভায় বনানী কবরস্থানে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে তা ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রস্তাব পাস করতে পেরে তিনি গর্বিত। এছাড়া উক্ত প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মৃতিসৌধ করার প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত

ক) বনানী কবরস্থানে সমাহিত ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পরিবারের শহীদ সদস্যগণের নিম্নলিখিত ১৭ (সতের) জনের কবর বিনামূল্যে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	মরহুম / মরহুমার নাম	ক্রম	মরহুম/ মরহুমার নাম
১.	বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব	১০.	বেগম আরজু মণি
২.	শেখ আবু নাসের	১১.	আব্দুর রব সেরনিয়াবাত
৩.	শেখ কামাল	১২.	বেবী সেরনিয়াবাত
৪.	বেগম সুলতানা কামাল	১৩.	আরিফ সেরনিয়াবাত
৫.	শেখ জামাল	১৪.	বাবু সেরনিয়াবাত
৬.	বেগম পারভীন জামাল	১৫.	শহিদ সেরনিয়াবাত
৭.	শেখ রাসেল	১৬.	লক্ষীর মা
৮.	আব্দুন নঈম খান রিন্টু	১৭.	পোটকা
৯.	শেখ ফজলুল হক মণি		

খ) ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার জাতীয় চার নেতার মধ্যে বনানী কবরস্থানে দাফনকৃত ৩ জন (১). শহীদ মরহুম তাজউদ্দীন আহমেদ (২). শহীদ মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও (৩). শহীদ মরহুম এম মুনসুর আলী'এঁর কবর বিনামূল্যে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন : প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অবকাঠামোর উদ্বোধন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ডিএনসিসি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মাননীয় মেয়রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ প্রকল্পের কাজ অনেকটা এগিয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। সভাপতি বলেন, সম্মানিত সকল কাউন্সিলর ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাসহ সকলের সহযোগিতায় একটি কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে প্রকল্পটি সর্বপ্রথম ডিএনসিসি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। তিনি সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম স্বপ্নের এ প্রজেক্ট আগামী ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে আমিন বাজারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন।
সিদ্ধান্ত	:	বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অবকাঠামো স্থাপনের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	:	**২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কর সমতায়ন কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি, যা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে কর সমতায়নের কার্যক্রমটি নানাবিধ কারণে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তিনি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার অনুমোদন প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কর সমতায়নের কার্যক্রমটি চালু রাখার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৮	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ২ (দুই) লক্ষ গাছের চারা রোপনের অংশ হিসেবে আগামী ৩ (তিন) মাসে ৩০ (ত্রিশ) হাজার গাছের চারা রোপণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	সভাপতি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু করেছে। মহান জাতীয় সংসদে ডিএনসিসি'র বৃক্ষরোপন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ডিএনসিসি আগামী ০২ বছরে ২ লক্ষ গাছ রোপণ করবে। এ বিষয়ে বন বিভাগ ডিএনসিসির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে। প্রয়োজনে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মডেলের অভিজ্ঞতা নেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে গাছের চারা সরবরাহ করা হবে। গাছ রোপণ করার পর আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে লোক নিয়োগ দিয়ে পরিচর্যা করা হবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের স্লোগান **"সবুজে বাস, বারো মাস"** মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক সম্মানিত কাউন্সিলরকে ১ হাজার করে মোট ৭২ হাজার গাছের চারা প্রদান করা হবে। ছাদ বাগান, মাঠ এবং ওয়ার্ডে যে সমস্ত খালি জায়গা রয়েছে সেসব জায়গায় এসব গাছ রোপণ করতে হবে। প্রত্যেকটি গাছের ডাটাবেজ করে রাখা হবে। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে সকলের সহযোগিতায় অক্সিজেন হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ঢাকা শহরকে "Zero Soil" হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঘাসে ঢেকে দেয়া হবে। জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬ বলেন, তার ওয়ার্ডের

		অধিগ্রহণকৃত ৬০ ফিট খালের দু পাশে ডিমার্কেশন করে ২০ হাজার গাছ রোপণ করা যাবে। তিনি ৬০ ফিট খালের দু ধারে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। জনাব কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৩, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ঢাকা মহানগরীকে রক্ষার যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। একটি গাছ, একটি প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে গাছ রোপণের পর সঠিকভাবে পরিচর্যা করে গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে মর্মে তিনি সভাকে অনুরোধ জানান।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ২ (দুই) লক্ষ গাছের চারা রোপনের অংশ হিসেবে আগামী ৩ (তিন) মাসে ৩০ (ত্রিশ) হাজার গাছের চারা রোপণের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৯	:	**ডিজিটাল পশুর হাট স্থাপন ও পশুর হাটের বর্জ্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপসারণ করে জন ও যান চলাচলের সড়কের স্বাভাবিকতা আনয়ন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, স্মার্ট সিটির অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১০টি স্থানে ডিজিটাল পশুর হাট স্থাপন করা হবে। নগদ, বিকাশ, রকেট, উপায় দিয়ে পেমেন্ট করা যাবে। এছাড়াও হাটে আগত জনসাধারণের লেনদেন সহজ করার জন্য ১০টি ব্যাংক ও ব্যাংকের বুথ অস্থায়ী স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় মাননীয় মেয়রের উদ্যোগে ডিএনসিসিতে এ হাট স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি বলেন, কোরবানীর পশুর বর্জ্য পূর্বে ৪৮ ঘন্টায় অপসারণ করা হতো। ক্রমে ক্রমে সময় কমে গত বছর ১২ ঘন্টায় ডিএনসিসি বর্জ্য অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ বছর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৮ ঘন্টায় বর্জ্য অপসারণ করার ঘোষণা দিয়েছে। এ বিষয়ে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
সিদ্ধান্ত	:	ক) ডিএনসিসিতে ১০ টি ডিজিটাল হাট স্থাপনের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) কোরবানীর পশুর বর্জ্য ০৮ (আট) ঘন্টার মধ্যে অপসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১০	:	**কাওরান বাজারের ব্যবসায়ীদের স্থানান্তর প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে বলেছেন পদ্মা সেতু থেকে প্রাপ্ত আয় যাত্রাবাড়ী মার্কেটে ব্যয় হবে এবং যমুনা সেতু থেকে প্রাপ্ত আয় ব্যয় করা হবে আমিনবাজারে। জরুরি ভিত্তিতে কাওরান বাজার স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভাকে জানান। এছাড়াও তিনি ডিএনসিসি'র অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেটগুলো দ্রুত স্থানান্তরে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
সিদ্ধান্ত	:	কাওরান বাজারের ব্যবসায়ীদের স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১১	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরেরবাজেট সভায় উপস্থাপন করেন।বাজেটের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	খাত	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	বাজেট ২০২৩-২০২৪
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৬৯২.৬৫	৮০০.৬৯	৯৭৬.৬৭
	আয়			
১	রাজস্ব	১৬৪৩.৯০	১১৮০.৯০	১৮৩০.৮৮
২	অন্যান্য	১৪.২৫	১২.৭৫	১৪.৭৫
৩	সরকারি অনুদান (উন্নয়ন সহায়তা)	৭৫.০০	৫৪.১২	৫৪.১২
৪	আর্বতক খাতে সাহায্য মঞ্জুরি	৩.০০	৪.৫৭	৪.৫৭
	মোট	১৭৩৬.১৫	১২৫২.৩৪	১৯০৪.৩২
৫	সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প	২৬১৯.২৫	৮৯৭.৯৫	২৩৮৮.৪৬
	সর্বমোট	৫০৪৮.০৫	২৯৫০.৯৮	৫২৬৯.৪৫
	ব্যয়			
১	রাজস্ব ব্যয়	৭৭৬.২০	৫৫৫.৫৭	৮৫৬.৫২
২	অন্যান্য ব্যয়	১৪.০০	৫.৫০	১৪.৫০
৩	উন্নয়ন ব্যয়			
৩.১	উন্নয়ন ব্যয় (নিজস্ব উৎস)	১০৩৯.৩০	৪৬১.১৭	১৫১৪.২৫
৩.২	উন্নয়ন ব্যয় (সরকারি উন্নয়ন সহায়তা)	৭৫.০০	৫৪.১২	৫৪.১২
৩.৩	উন্নয়ন ব্যয় (সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প)	২৬১৯.২৫	৮৯৭.৯৫	২৩৮৮.৪৬
	উপ-মোট উন্নয়ন ব্যয়	৩৭৩৩.৫৫	১৪১৩.২৪	৩৯৫৬.৮৩
	সমাপনী স্থিতি	৫২৪.৩০	৯৭৬.৬৭	৪৪১.৬০
	সর্বমোট	৫০৪৮.০৫	২৯৫০.৯৮	৫২৬৯.৪৫

৩নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদনের প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সকল কাউন্সিলর প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

২.০ বিবিধ:

২.১ প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, ডিএনসিসি'র সড়ক/ অবকাঠামো নামকরণ উপ কমিটি'র সভা গত ১২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ১নং ওয়ার্ড উত্তরা ১০নং সেক্টরের ১২নং সড়কটি **"জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সরণি"** নামে নামকরণের সুপারিশসহ

কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, "দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত রফিকুল ইসলাম একজন ভাষা সংগ্রামী, জ্ঞান তাপস, শিক্ষাবিদ ও বরেণ্য নজরুল গবেষক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন বাস্তবায়ন কমিটির মাননীয় সভাপতি ছিলেন। সর্বোপরি রফিকুল ইসলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন"।

তিনি, ডিএনসিসি'র সড়ক/ অবকাঠামো নামকরণ উপ কমিটির বর্ণিত সুপারিশ অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ১নং ওয়ার্ড উত্তরা ১০নং সেক্টরের ১২নং সড়কটি **"জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সরণি"** নামে নামকরণের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.২ জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮ বলেন, মশক কর্মীদের প্রতিদিন চারবার হাজিরা দিতে হয়। মশক কর্মীরা নগরীর বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজ করতে আসে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত স্বল্প বেতনের এসব কর্মীদের বেতনের সিংহভাগ যাতায়াত করতেই শেষ হয়ে যায়। প্রতিদিন চার বার হাজিরা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে পুনঃবিবেচনা করার অনুরোধ করেন।
জনাব মোঃ আনিছুর রহমান নাঈম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৯ মশক কর্মীদের হাজিরার বিষয়টি বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ ইসমাইল মোল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩ বলেন, মশক কর্মীদের স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে হাজিরা দিতে হয়। স্বল্প বেতনে চাকরি করে স্মার্ট ফোন কিনতে কষ্ট হয়। তিনি আরো বলেন, কাউন্সিলরগণ মশক কর্মীদের হাজিরা সীটে স্বাক্ষর করে থাকেন। প্রতিদিন আলাদা করে চারবার হাজিরা নেওয়ার প্রয়োজন নেই মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩১ বলেন, তার ওয়ার্ডে নিয়োজিত মশক কর্মীদের মধ্য থেকে ০৪ (চার) জন মশক কর্মীকে মোহাম্মদপুর কমিউনিটি সেন্টার নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। তার ওয়ার্ডে মশক কর্মীর স্বল্পতা রয়েছে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করেন।

সভাপতি বলেন, মশক কর্মীদের কর্পোরেশনের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত সিকিউরিটি গার্ড দ্বারা নিরাপত্তার কাজ করাতে হবে। এছাড়া মশক কর্মীদের হাজিরার বিষয়টি 'মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটির' মাধ্যমে সুপারিশসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ করেন।

এছাড়াও তিনি বলেন বর্ষা মৌসুম শুরুর আগ থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এখন পর্যন্ত সফলভাবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সামনে থেকে নেতৃত্ব দানের জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরদের ধন্যবাদ প্রদান করেন।

জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫২ বলেন, ওয়ার্ড পর্যায়ে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতা কর্মী/মশক কর্মীদের স্বল্প বেতন প্রদান করা হয়। তাছাড়া পরিচ্ছন্নতা কর্মী/মশক কর্মীদের বেতন ২/৩ মাসেও পরিশোধ করা হয় না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত: বর্তমানে প্রচলিত মশক কর্মীদের হাজিরা গ্রহণের বিষয়টি মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটির সভায় আলোচনা করে সুপারিশসহ পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.০ বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জনাব মোঃ আনিছুর রহমান নাঈম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৯ সিভিল এভিয়েশন খাল দ্রুত অধিগ্রহণ করে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, খালটি

অধিগ্রহণ করা হলে বৃক্ষরোপণ, ওয়াক লেন, সাইকেল লেন, নাগরিক নানাবিধ সুবিধাসহ সৌন্দর্যবর্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

সভাপতি বলেন, সিভিল এভিয়েশন খাল অধিগ্রহণ করে Arch Bridge করতে হবে যাতে নিচ দিয়ে নৌকা চলাচল করতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সভাপতি বলেন, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আগামী ০১ জুলাই ২০২৩ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একসাথে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণের সাথে সমন্বয় করে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণকে উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুরোধ করেন।

৪.১ সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত বিবিধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	সিভিল এভিয়েশন খাল অধিগ্রহণ করে Arch Bridge করতে হবে।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
২.	আগামী ০১ জুলাই ২০২৩ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একযোগে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর (সকল) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
৩.	কাউন্সিলরগণের কার্যালয়ে মুজিব কর্নার স্থাপনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে।	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
৪.	জায়গা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ওয়ার্ড কমপ্লেক্স স্থাপন করা হবে। ওয়ার্ড কমপ্লেক্সে কাউন্সিলর কার্যালয়, লাইব্রেরি, কমিউনিটি সেন্টার, জিমনেশিয়াম ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা প্রধান প্রকৌশলী
৫.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুযায়ী কালশী বালুর মাঠটিকে জণসাধারনের জন্য বিনোদন পার্কে উন্নয়নের আওতায় আনতে হবে। এবং কল্যাণপুরে Eco Park করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিবেশ জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল।

আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০- ৫০১

তারিখ: ২০/০৭/২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ...../সংরক্ষিত আসন নং ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ..... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়েরসদয়অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ..... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

20/09/2026

মোহাম্মাদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।